



158204 - মুসল্লি যদি তলোওয়াতে ভুল করে কথিবা কোন আয়াত ভুলে যায় তখন কী করবে?

প্রশ্ন

আমি যখন নামাযে কুরআন পড়ি তখন কখনও কখনও ভুল করি কথিবা মনোযোগ না দেয়ার কারণে ভুলে যাই। তারপর তিনিবার আস্তাগফরিল্লাহ বলে পুনরায় সূরাটি বা আয়াতটি নতুনভাবে পড়া শুরু করি। এটা কী ঠিকি? নাকি আমার কর্তব্য নতুন কোন সূরা শুরু করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি নামাযের তলোওয়াতে কোন অংশ ভুলে গেছেন কথিবা ভুল করছেন: তার ভুলটি যদি সূরা ফাতহাতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ভুলটি শোধরাতে হবে। কনেনা সূরা ফাতহা ছাড়া কোন নামায নাই। সুতরাং কড়ে যদি সূরা ফাতহির কোন অংশ ভুলে যায় কথিবা এমন কোন ভুল করে যা অর্থক্যে পরবর্তন করে দেয়; তাহলে উক্ত ভুলটি সংশোধন করা ছাড়া তার নামায শুদ্ধ হবে না। আর যদি ভুলটি ফাতহা ছাড়া অন্য কোন সূরাতে হয় তাহলে তার নামায সহিহ। কনেনা সূরা ফাতহির পর সূরা পড়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“যে ব্যক্তি সূরা ফাতহির পর সূরা পড়তে ভুলে গেছে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; চাই তিনি ইমাম হন, মুক্তাদি হন, কথিবা একাকী নামায আদায়কারী হন; চাই সটে ফরয নামায হোক, কথিবা নফল নামায হোক— এটি আলমেদেরে অভিমতদ্বয়ের মধ্যে বশিদ্ধতর অভিমতেরে ভিত্তিতে।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমি (৭/১৪৬)]

যে ব্যক্তি সূরা পড়তে ভুলে গেছে কথিবা সূরার কোন অংশ ভুলে গেছে তার জন্য আস্তাগফরিল্লাহ পড়া জায়যে নাই। বরং সে ভুলটিকে শুদ্ধ করার ও ভুলে যাওয়া অংশ স্মরণ করার চেষ্টা করবে। যদি তা না পারে তাহলে এ আয়াতটি বাদ দিয়ে পরের আয়াতে চলে যেতে পারে কথিবা এই সূরাটি বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়তে পারে কথিবা রুকুতে চলে যেতে পারে। সেই ব্যক্তি যদি উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটি করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“যদি মুসল্লির কোন একটি আয়াত পড়তে গিয়ে প্যাঁচ লগে যায় এবং সে স্মরণ করতে না পারে; তাহলে পরের আয়াতটি পড়তে



কোন বাধা নাই। কিন্তু তার জন্য শরিয়তের বধিান হলো: যে অংশটি তার ভাল মুখস্ত আছে নামাযে কেবল সে অংশ থেকে পড়া; যাতে করে সেই ব্যক্তি এ ধরণের সংশয়ে বেশে নি পড়ে।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৫/৩৩৭)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

“যদি ইমাম নামাযে যতটুকু সম্ভব হয়েছে কুরআন থেকে তলোওয়াত করেছে, এরপর কোন আয়াত ভুলে যাওয়ায় পুরাটুকু শেষ করতে পারেনি এবং মুসল্লদিরে মধ্যে কউে তাক লোকমা দিতে পারেনি; তখন তিনি কিতাকবীর দবিনে এবং রাকাত শেষে করবেন; নাকি অন্য কোন সূরা পড়বেন?

জবাবে তিনি বলেন: এ ক্ষেত্রে ইমামেরে এখতিয়ার থাকবে। তিনি চাইলে তাকবীর দিয়ে তলোওয়াত সমাপ্ত করতে পারেন, কথিবা যাই নামায পড়ছেন সেই নামাযে কবরীতরে যে সুন্নাহ রয়েছে তার আলোকে অন্য কোন সূরার এক আয়াত বা একাধিক আয়াত পড়তে পারেন— যদি ভুলে যাওয়াটা সূরা ফাতহি ছাড়া অন্য সূরার ক্ষেত্রে হয়। আর সূরা ফাতহির ক্ষেত্রে হল তাহলে গোটো সূরা ফাতহি অবশ্যই পড়তে হবে। কনেনা সূরা ফাতহি পড়া নামাযেরে রুকন।”[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১২/১২৯)]

শাইখ বনি উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

“আমি একাকী নামায আদায়কালে যদি কোন আয়াত পাঠে ভুল করি, আয়াতটি শেষে করতে না পারি এবং অন্য আয়াতের সাথে তালগলে লগে যায়; সক্ষেত্রে নামাযেরে মধ্যে আমার ক কিরা উচতি?

জবাবে তিনি বলেন: আপনি দুটো বিষয়েরে কোন একটি করতে পারেন: আপনি পরের আয়াতে চলে যেতে পারেন। কথিবা আপনি রুকুতে চলে যেতে পারেন। কনেনা বিষয়টি প্রশস্ত।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (২৪/১৪১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।